অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে কথোপকথন-২

স্বাধীনতা একটি অবিরাম লড়াই : ফার্গুসন, ফিলিস্তিন এবং জন আন্দোলনের ভিত্তি

অনুবাদ: ফাতেমা বেগম

২০১৪ সালের বেশ কয়েক মাস ধরে ই-মেইলের মাধ্যমে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদী লেখক, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এমিরিটাস অধ্যাপক ও অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে এই দীর্ঘ কথোপকথনে অনেক বিষয় পরিষ্কার করেছেন ফ্রাংক বারাত। এতে মার্কিন সমাজ, বর্ণবাদী আক্রমণ, ফিলিস্তিনি জনগণ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের লড়াই নিয়ে তাঁর বক্তব্য সংকলিত হয়েছে। এটি সংকলিত হয়েছে একটি গ্রন্থে, নাম: *Freedom is a Constant Struggle: Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement* এর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে সর্বজনকথায় প্রকাশিত হচ্ছে। এবারে দ্বিতীয় পর্ব।

ফার্গুসন আমাদেরকে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

১। ফার্গুসনের প্রেক্ষাপটে মিশেল আলেকজান্ডারের লিখিত 'দ্য নিউ জিম ক্রো' বইটির কাঠামো সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

গণকারারুদ্ধকরণের ওপর লিখিত মিশেল আলেকজান্ডারের বইটি ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হয়, যখন কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছিল। এ বইটি সর্বোচ্চ বিক্রয়কৃত বইয়ে পরিণত হয় এবং খুব গুরুত্বের সাথে গণকারাদণ্ড ও কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলনটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলনের যুগের নাগরিক অধিকারের যুক্তিগুলোকে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে গণকারারুদ্ধকরণের বিপক্ষে যেসব যুক্তি তিনি তুলে ধরেছেন সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফার্গুসন[১] আমাদের চিন্তাকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন করছে। এ বইয়ের গঠনমূলক সমালোচনা হিসেবে বলতে পারি যে এ বইটিতে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত, আন্তর্জাতিক কাঠামোটি অনুপস্থিত আছে। তবে লেখিকা এ ব্যাপারে সচেতন নন এরকম বলাটা ভুল হবে, কারণ তিনি নিজেই সেই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন। তাঁর লেখায় তিনি বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন, যে সকল কৌশলযন্ত্রের মাধ্যমে ব্যাপক কারাদণ্ড (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) হচ্ছে সেটি বোঝার জন্য বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রেক্ষিতটি জানা প্রয়োজন।

আমি কেন বলছি যে ফার্গুসন আমাদেরকে একটি বৈশ্বিক প্রেক্ষিতের ব্যাপারে সচেতন করছে? মাইকেল ব্রাউন হত্যার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল সেখানে আমরা পুলিশকে কী ভূমিকায় দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম, সেই প্রতিবাদে সামরিক অস্ত্র, সামরিক প্রযুক্তি এবং সামরিক প্রশিক্ষণে সুসজ্জিত হয়ে স্থানীয় পুলিশ সশস্ত্র ভূমিকা নিয়েছিল। পুলিশের এই সামরিকায়ন আমাকে ইসরাইলি পুলিশ সামরিকায়নকে স্মরণ করায়। বিক্ষোভকারীদের বাদ দিয়ে যদি শুধু পুলিশের ছবিগুলো দেখা হয় তাহলে ফার্গুসনকে একটি পুরোপুরি গাজা এলাকা বলে প্রতীয়মান হবে। একটি বিষয় খেয়াল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণার ফলাফল হিসেবে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগ কতটা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই' করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। মজার ব্যাপার হল, ফার্গুসনের বিষয়ে ধারাবিবরণীর সময় তাদের একজন উল্লেখ করেছিল যে পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং সেবা দেয়া। অন্তত তাদের স্লোগান তাই বলে। সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করার প্রশিক্ষণ নেয়। ফার্গুসনে আমরা তারই প্রদর্শন দেখেছিলাম।

২। আমি দশ বছর লন্ডনে থেকেছি। সেখানে রাস্তায় পুলিশ দেখলেই আপনার ভয় লাগবে। পরিভাষাগতভাবে, পুলিশ 'নাগরিকদের সেবাদাস' হলেও তারা সেই ভূমিকা পালন করে না। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের সামরিকায়নের কথা বলেছেন–ফ্রান্সের প্যারিসে গাজা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় পুলিশ কিন্তু নাগরিক সেবাদাস হয়ে কাজ করেনি, রোবটের মত দেখতে পুলিশ দাঙ্গা-পুলিশ হিসেবে কাজ করেছে। এই ধরনের পুলিশি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহিংসতাকে উদ্বুদ্ধ করে।

ঠিক। এটাই মূল ব্যাপার। এর সাথে এটাও উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ প্রশিক্ষণের সাথে ইসরাইলি পুলিশ জড়িত আছে। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক বাহিনী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। সুতরাং আমরা যখন প্যালেস্টাইনের সাথে সংহতি জানাতে প্রচারণার আয়োজন করি, যখন আমরা ইসরাইল রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করি তখন আমাদের সংগ্রামকে কেবল অন্য যে কোন জায়গায় সীমিত রাখা যাবে না। মার্কিন সম্প্রদায়ের সাথে কী ঘটছে সেটাও প্রাসঙ্গিক হবে।

৩। আমরা প্রায়ই দখল পুনরুৎপাদনের কথা বলি : প্যালেস্টাইনে যা ঘটছে তা এখন ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি জায়গায় পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। সংগ্রাম আসলে কতটা বৈশ্বিক তা সকলের বুঝতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনার মতে, ফার্গুসন কি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা?

অবশ্যই তা নয়। দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুলিশ ও গুপ্ত বাহিনীর সাম্প্রতিক কিছু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অনেক প্রচারিত হয়েছে। এই ব্যাপারটি, আমরা যারা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টায় সক্রিয়, তাদের জন্য একটি অনুকূল ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ট্রেভিয়ন মার্টিন[২] ও মাইকেল ব্রাউনের হত্যাকাণ্ড বিশাল তুষারস্তূপের একেকটি ক্ষুদ্রাংশ ছিল মাত্র। ছোট ও বড় শহরসহ দেশব্যাপী এই ধরনের প্রতিরোধ, নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড সব সময় ঘটে চলেছে। এ কারণে এইসব সমস্যা ব্যক্তি পর্যায়ে সমাধান করা যাবে এমন ধারণা করা ভুল।

শুধু মাইকেল ব্রাউনের হত্যাকারী পুলিশের বিচার চাওয়াই আমাদের একমাত্র করণীয় ভূমিকা সেই ধারণাটিও ভুল। এই সময়ের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কাঠামোগত চরিত্রের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা।...আমি জানি না, আন্দোলন সংঘবদ্ধ হয়েছে বলেই তাকে আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা যাবে কি না। কিন্তু এই

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদগুলো বারবারই ঘটছে। আর এগুলোই একদিন সংগঠনের জন্ম দেবে এবং ধারাবাহিক আন্দোলনে পরিণত হবে।

৪। এমএলকে (MLK) এবং ম্যালকম এক্সের ঘটনার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পার হওয়ার পর কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনোদের লক্ষ করে নাগরিক অধিকার আন্দোলন এখনও অব্যাহত। এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? তার মানে কি কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, নাকি এই আন্দোলন একটি অব্যাহত যাত্রা?

নাগরিক অধিকার আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে ঔপনেবিশিক এবং দাসত্বের সময়কাল থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যবহার চলছে। ট্রেভিয়ন হত্যাকাণ্ডের আন্দোলনের সময়ও আমরা বলেছিলাম, জর্জ যিমারম্যান নামের হবু পুলিশ বা গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকাটা ছিল স্লেভ প্যাট্রল বা দাস দমনকারীর ভূমিকার মতই। এখনকার মতই তখনও রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র প্রতিনিধির সাথে সাথে সাধারণ নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের হয়ে সন্ত্রাসের কাজে লাগানো হতো।

সুতরাং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের যুগের ইতি টানা যাবে না। এটা স্পষ্ট যে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে দাসযুগের চর্চাগুলোর অবসান ঘটেনি। হয়ত অতীতের লিঞ্চিংস (Lynchings) এবং কু ক্লাক্স ক্লানের (Ku Klux Klan) মত একই রকমের সন্ত্রাসীদের দেখব না, তবু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পুলিশি সন্ত্রাস, সামরিক সন্ত্রাস বহাল আছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কু ক্লাক্স ক্লানের অস্তিত্বও দৃশ্যমান।

আমি বলছি না, তার মানে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে সফলতা ছিল না। আইনগতভাবে বর্ণবাদের উচ্ছেদ এবং পৃথককরণের কৌশলযন্ত্রকে ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন বেশ সফল। এই সফলতাকে আমাদের খাটো করে দেখা উচিত নয়। মুশকিল হচ্ছে, বর্ণবাদবিরোধী আইন-কানুনের উচ্ছেদকে অনেক সময় বাস্তবে বর্ণবাদের পূর্ণ উচ্ছেদের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বর্ণবাদ এমন একটি কাঠামোর মধ্যে টিকে আছে, যে কাঠামোটি আইনি কাঠামোর চাইতে অনেক বিশাল এবং বিস্তৃত।

অর্থনৈতিক বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান। সামরিক বাহিনী, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুলিশসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরেই বর্ণবৈষম্য রয়েছে।

সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বর্ণবাদ এত শক্তভাবে প্রোথিত যে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেই কারণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বর্ণবাদ বিরোধিতায় সীমিত না থেকে বর্ণবাদের মূল জায়গাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেই কারণে শুধু বর্ণবাদে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তির বিচারের দাবিতে সীমিত থাকা চলবে না।

৫। উক্ত বিষয়টি আমাদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা স্মরণ করায়। সেখানে আইনগতভাবে জাতিবিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিবিদ্বেষ এখনও বিদ্যমান। রাসেল ট্রাইব্যুনালের[৩] বিচারকার্য চলাকালে যখন কেপটাউনে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে কাজের মালিকরা রাস্তার এক কোণে দাঁড়ানো অশ্বেতাঙ্গদেরকে প্রতি ঘণ্টায় তিন ডলারের বিনিময়ে উঠিয়ে নিচ্ছিল। আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। বস্তি ও ঝুপড়ি দেখে ভয় পেয়েছিলাম। কেপটাউনের সুন্দরতম সমুদ্রতীরে ড্রাইভ করার কিছুক্ষণ পর মনে হবে আপনি মুম্বাই বা সেই ধরনের কোন শহরে আছেন।

হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, বর্ণবৈষম্যে বিভক্ত জাতির যেসব পদে কৃষ্ণাঙ্গরা আগে অনুমোদিত ছিল না, পুলিশসহ সেইসব পদে এখন কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি মারিকানা খনির ওপর একটি সিনেমায় দেখলাম পুলিশ খনি শ্রমিকদেরকে আক্রমণ করছে, নির্যাতন করছে এবং হত্যা করছে। সেখানে খনির মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গ, পুলিশ বাহিনী কৃষ্ণাঙ্গ, পুলিশ বাহিনীর প্রাদেশিক প্রধান একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী। পুলিশ বাহিনীর জাতীয় প্রধানও একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী। মারিকানায় সংঘটিত সেই নিপীড়ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতে শার্পভিলের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। ব্যক্তি নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলযন্ত্রে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে বলেই বর্ণবাদ এত ভয়ংকর।

৬। এবং একসময় আপনি সেই কৌশলযন্ত্রের ভেতরে ছিলেন...

হ্যাঁ, একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী জাতীয় পুলিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে থাকল কি না তাতে কিছু যায়-আসে না। প্রযুক্তি, শাসনব্যবস্থা, লক্ষ্যবস্তু–সবই অপরিবর্তিত। আমার আশঙ্কা, আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূলে সম্পৃক্ত থাকা বর্ণবাদকে গুরুত্বের সাথে না নেই, যদি আমরা ধরে নেই যে অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট বর্ণবাদী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে হবে...

> সেই প্রতিবাদে সামরিক অস্ত্র, সামরিক প্রযুক্তি এবং সামরিক প্রশিক্ষণে সুসজ্জিত হয়ে স্থানীয় পুলিশ সশস্ত্র ভূমিকা নিয়েছিল। পুলিশের এই সামরিকায়ন আমাকে ইসরাইলি পুলিশ সামরিকায়নকে স্মরণ করায়। বিক্ষোভকারীদের বাদ দিয়ে যদি শুধু পুলিশের ছবিগুলো দেখা হয় তাহলে ফার্গুসনকে একটি পুরোপুরি গাজা এলাকা বলে প্রতীয়মান হবে।

৭। 'খারাপ আপেল' ধরনের...

...সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিই শুধু এই বর্ণবাদ বৈষম্য সংঘটনকারী, তাহলে আমরা কখনওই এই বর্ণবাদ উচ্ছেদে সফল হব না।

৮। আপনি ইন্টারসেকশনালিটি বা আন্তঃব্যক্তিপরিচয়-মিশ্রণ তত্ত্বের একজন অগ্রণী প্রবর্তক। কীভাবে এ বিষয়ে আপনার চিন্তা বিকশিত হয়েছিল?

হ্যাঁ, অবশ্যই। গত কয়েক দশক যাবৎ ইন্টারসেকশনালিটি বা বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ, যৌন বৈচিত্র্যের পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশেষণ ও সংগঠিত করার প্রচেষ্টার মধ্যে বড় ধরনের বিবর্তন ঘটেছে। আমার কাজকে আমি কোন ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ হিসেবে দেখি না, বরং যৌথ লড়াই-সংগ্রামের মাঝে গড়ে ওঠা একটা ধারণা হিসেবে দেখি, যে ধারণা অনুসারে বর্ণবাদকে শ্রেণিভেদ কিংবা লিঙ্গভেদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। ইন্টারসেকশনালিটি বিষয়ে অনেক অগ্রদূত আছেন। তবে এ ব্যাপারে ষাট এবং সত্তরের দশকে নিউ ইয়র্কের থার্ড ওয়ার্ল্ড উইমেন'স অ্যালায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা স্বীকার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রতিষ্ঠানটি ট্রিপল জিওপার্ডি নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত। সেই পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল বর্ণবাদ, পুরুষ-প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ বিষয়টির মাধ্যমে অবশ্যই শ্রেণি সমস্যার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছিল। সমস্যাগুলোকে সমন্বিত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন চেষ্টা করছিল। সেই সময়কালে অনেক প্রকাশনার মধ্যে আমার নিজের রচিত বইটির নাম হল 'উইমেন, রেইস অ্যান্ড জেন্ডার'। বহু প্রকাশনার মধ্যে অল্প কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করছি : গোরিয়া আনজালদুয়া ও শেরি মরাগা সম্পাদিত 'দ্য ব্রিজ কলড মাই ব্যাক', 'বেল বুকস ও

মিশেল ওয়ালেসের কাজ এবং রচনাসমগ্রের মধ্যে 'অল দ্য উইমেন আর হোয়াইট, অল দ্য ব্যাকস আর মেন, বাট সাম অব আস আর ব্রেভ : ব্যাক উইমেন'স স্টাডিজ'।

অতএব, ইন্টারসেকশনালিটি তত্ত্বের নেপথ্যে সংগ্রামের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাস, আন্দোলনের মধ্যে কর্মীদের পরস্পরের সাথে এবং একাডেমিকদের সাথে আলোচনার ইতিহাস। বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎপাদনের এই ইতিহাসটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি চাই ইন্টারসেকশানালিটির জন্মের পেছনে আন্দোলনের ভূমিকাটি যেন মুছে না যায়। একাডেমিক বিশ্লেষণ থেকে নয়, বরং আমাদের মধ্যে অনেকে অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করেছিলেন যে এই সমস্যাগুলোর সমন্বয়ের জন্য আমাদের একটি উপায় বের করা উচিত। তাঁরা শারীরিক ও আত্মিকভাবে আমাদের সংগ্রামের সাথে একাত্ম ছিলেন।

লড়াই-সংগ্রাম এবং এ সংক্রান্ত লেখালেখি ও বই-পুস্তকের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে আমার কাছে আজ যে বিষয়টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয় তা হল সংগ্রামের আন্তঃসংযোগ সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ। প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্টারসেকশনালিটি বিষয়টি কেবল শারীরিক ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় ছিল। কিন্তু এখন কীভাবে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রামকে একত্রিত করার কথা বলতে পারি? যেভাবে আমরা ফার্গুসন ও প্যালেস্টাইন সম্পর্কে কথা বলছিলাম। কীভাবে আমরা সত্যিকার অর্থেই এমন কাঠামো তৈরি করতে পারি, যা এই সমস্যাগুলোকে একসাথে ভাবতে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে সম্মিলিতভাবে সংগঠিত হতে দেয়?

৯। নিউ ইয়র্কের প্যালেস্টাইন সেশনে আমরা যখন রাসেল বিচারকার্যে উপস্থিত ছিলাম, তখন আমেরিকান আদিবাসী এবং কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন থেকে আমরা সহযোগিতা আহ্বান করেছিলাম। কিন্তু সেই সহযোগিতা পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দর্শকের সারিতে আমরা আটশ মানুষ ছিলাম। সেখানে অশ্বেতাঙ্গ উপস্থিতি ছিল সম্ভবত শতকরা ৫ ভাগের মত।

আপনি এত সহজেই আপনার আমন্ত্রণে তাদেরকে যোগ দিতে এবং অবিলম্বে সক্রিয় হতে আশা করতে পারেন না। বিশেষত, যখন তারা পূর্ববর্তী সংগঠনের প্রক্রিয়াগুলোর সময় প্রকৃত অর্থে জড়িত ছিল না। আপনাকে সংগঠিত করার কৌশল এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন নির্দিষ্ট কোন সমস্যাকে তারা নিজেদের সমস্যা হিসেবে অনুভব করতে পারে। এ কারণে মিশেল আলেকজান্ডারের ব্যাপারে প্রশ্নের জবাবে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে এই সংযোগগুলো নিজেদের সংগ্রামের সাথে প্রাসঙ্গিক করা দরকার। তাই পুলিশের নানা অপরাধ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করার বেলায় বিশ্বের অন্যান্য অংশের সমান্তরাল ও সাদৃশ্যমূলক সমস্যাগুলোও তুলে ধরতে হবে। এবং শুধুমাত্র সাদৃশ্যগুলো নয়, কাঠামোগত সংযোগের ব্যাপারেও কথা বলতে হবে। মার্কিন পুলিশ যেভাবে প্রশিক্ষণ নেয় এবং সশস্ত্র হয়, তার সাথে ইসরাইলি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সংযোগ কী...তাই এইসব বিষয়ে প্রচারণা করার সময় মানুষকে এ ব্যাপারে ভাবতে উৎসাহিত করতে হবে...

১০। বিশ্ব পর্যায়ে...

...সঠিক। আমার মতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে বহু মানুষের সম্পৃক্ততার অন্যতম কারণ এটি। ব্যাপারটি এরকম ছিল না, "ও! আমাদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের সাথে সংহতি জানাতে হবে।" আসলে তাঁরা দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্যে একটি সাদৃশ্যের জায়গা রয়েছে...সংযুক্তির অবস্থান রয়েছে। যদি এই অনুভূতি সৃষ্টি না হয়, তাহলে যতই আপনি মানুষের কাছে আবেদন করেন, যতই আন্তরিকভাবে তাদেরকে আপনার সাথে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান, তারা এই সংগ্রামকে তাদের নিজেদের সংগ্রাম নয়, বরং আপনার সংগ্রাম ভাবতে থাকবে।

১১। এই সংযোগ স্থাপন করা খুব জরুরি, তাই না? মানুষের বুঝতে হবে আমরা সকলেই নিকট প্রতিবেশী, নতুবা সেখান থেকে বর্ণবাদ জন্ম নেবে। যখন মানুষ ভাবে যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আর সাদা মানুষের বংশাণু ভিন্ন...

আমি ভাবছি, প্যালেস্টাইন সংহতি আন্দোলন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মানুষের আগ্রহের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রেই মানুষের আগ্রহের জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের সংহতি আন্দোলনে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনেক মানুষকে ভাবতে দেখেছি যে প্যালেস্টাইন আন্দোলনের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য তাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাই মানুষ আন্দোলনে যোগ দিতে ভয় পায়। তারা বলে, "আমি বুঝি না। এটি খুব জটিল।" তারপর তারা তাঁর কথাই অনুসরণ করে, যিনি একজন সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ, যিনি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাপারে একজন গভীর জ্ঞানী, যিনি অসলো অ্যাকর্ডসের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে পারেন ইত্যাদি। এবং যিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন কখন আন্দোলন ঘটেছিল এবং এর গুরুত্ব কী। অধিকাংশ সময়ে মানুষ অনুভব করে যে প্যালেস্টাইনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য তারা নিজেরা উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ নয়। প্রশ্ন হল, যারা প্যালেস্টাইন সংহতি আন্দোলনে ন্যায়বিচারের দাবি বিশ্বাস করে এবং সংযুক্ত হতে চায় তাদের অংশগ্রহণের রাস্তা কীভাবে তৈরি করা যায়?

> এই সময়ের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কাঠামোগত চরিত্রের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা।...

তাই বিভিন্ন আন্দোলনকে একত্রিত করার প্রশ্নটি একই সাথে আন্দোলনের প্রচারণায় কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হবে এবং কী ধরনের সচেতনতা গড়ে তোলা হবে তারও প্রশ্ন। আমি মনে করি, সংগ্রামের ইন্টারসেকশনালিটি বা আন্তঃসংযোগের ওপর জোর দেয়া উচিত। কারাগার উচ্ছেদের আন্দোলনে আমরা প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে কথা বলার এমন পদ্ধতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যার ফলে যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারাগার ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার আন্দোলনে আছেন তাঁরা যেন একই সাথে প্যালেস্টাইনকে দখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। এটা পরে চিন্তা করার মত কোন বিষয় না, একে চলমান বিশ্লেষণের একটি অংশ হিসেবেই দেখতে হবে।

১২। কারাগার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে আমি লক্ষ করেছি যে আমার সাথে খেলার সময় আমার বাচ্চা মন্তব্য করছে, "আচ্ছা, যদি খারাপ কাজ করো তাহলে তুমি কারাগারে বন্দি হবে।" আমার বাচ্চার বয়স সাড়ে তিন বছর এবং সে মনে করছে, খারাপ=কারাগার। অধিকাংশ মানুষই এইভাবে চিন্তা করে। সুতরাং কারাগার উচ্ছেদের সপক্ষে মতবাদ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ। এর শুরু কোথা থেকে হবে? এবং কীভাবে

আপনি কারাগার উচ্ছেদ বনাম কারাগার সংস্কারের ব্যাপারে মতবাদ দেবেন?

প্রাতিষ্ঠানিক কারাগারের ইতিহাস হল কারাগার সংস্কারের একটি ইতিহাস। ফুকো (Michel Foucault) এই ব্যাপারটি উল্লেখ করেন। কারাগার আবির্ভাবের পর সংস্কার আসেনি; কারাগারের জন্ম আর তার সংস্কার একই সাথে ঘটেছিল। তাই কারাগার সংস্কারের প্রক্রিয়ায় আরও ভাল কারাগার তৈরি হয়েছে। সেই আরও ভাল কারাগার তৈরির প্রক্রিয়ায় আরও বেশি মানুষ সংশোধন এবং আইন প্রয়োগকারী নেটওয়ার্কের নজরদারির আওতায় এসেছে। আপনার প্রশ্নে প্রকাশ পাচ্ছে যে জেল বা কারাগারগুলো শুধু বস্তুমুখী এবং উদ্দেশ্যমুখীই নয়; একই সাথে এটি কতকটা আদর্শিক এবং মনোগত বিষয়ও বটে। আমরা আত্মস্থ করেছি যে জেল বা কারাগারগুলো খারাপ মানুষের জন্য। ঠিক এই কারণেই উচ্ছেদ আন্দোলনে সেই মতাদর্শগত ও মনোগত বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে; শুধু বস্তুগত প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা উচ্ছেদকেন্দ্রিক আন্দোলন হলে চলবে না।

ওই ব্যক্তি খারাপ কেন? কারাগার এরকম প্রশ্ন তোলার পথ বন্ধ করে দেয়। ওই মন্দত্বের ধরন কী? ওই ব্যক্তি কী করেছেন? কেন করেছেন? আমরা যদি মনে করি কেউ একজন সহিংস কর্মকাণ্ড করেছেন, তাহলে কেন সেই ধরনের সহিংসতা সম্ভব হয়েছে? কেন পুরুষরা নারীদের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ করে? কারাগারের অস্তিত্ব থাকার অর্থই হল সেই ধরনের আলোচনার পথ রুদ্ধ রাখা, যার মাধ্যমে আমরা সহিংসতা নির্মূল করার সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি।

তাদেরকে কেবলই কারাগারে পাঠিয়ে দাও। ক্রমাগত পাঠাতে থাকো। তাহলে অবশ্যই, কারাগারে তারা এমন এক সহিংস কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে, যা তাদের সহিংসতাকে পুনরুজ্জীবিত করে। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আপনি ধরে নিতে পারেন যে কারাগার সহিংসতাকে পুষ্ট করে এবং পুনরুজ্জীবিত করে। তাই বন্দিজীবন থেকে বের হয়ে সেই ব্যক্তির আরও সহিংস মানুষে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাই কীভাবে মানুষকে ভিন্নভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা যায়? সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষাট ও সত্তরের দশকের শুরুর দিকে কারাগার উচ্ছেদ আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। কারাদণ্ড উচ্ছেদের ধারণার সূত্রপাতে কুয়েকারদের (Quakers)[৪] একটি বড় ভূমিকা ছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের শুরুর দিকে কুয়েকাররা কারাগার আবির্ভাবের সাথে জড়িত ছিল। তারাই শুরুতে মনে করত যে সেই সময়ের প্রচলিত শাস্তির বিকল্প হিসেবে কারাগার একটি মানবিক ব্যবস্থা। কারণ এর মাধ্যমে মানুষ পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

আমি বলব, ১৯৭০-এর দশকে কারাগার উচ্ছেদ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়েছিল। এই সময়ে আটিকা বিদ্রোহ (Attica Rebellion)[৫] হয়েছিল, যখন প্রসিদ্ধ উকিল, বিচারক, সাংবাদিকরা কারাদণ্ডের বিকল্প কিছুর ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে ভাবতে শুরু করেন। কালক্রমে অবশ্য ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলন বিপরীত দিকে ঘুরে গিয়েছিল। এক অর্থে সেটাই কারাগারের ইতিহাস। একদিকে পরিবর্তন, কম সহিংসতা, কম নিপীড়ন, সংস্কার ও পুনর্বাসনের আহ্বান করা হচ্ছিল, যা কখনওই ফলপ্রসূ হয়নি। কাজেই অন্যদিকে নির্জন সেল এবং কঠিনতর দণ্ডবিধি চালু হচ্ছিল। এক কথায়, কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

আমি মনে করি, যে ধারণাটি কারাগার বিলোপের পক্ষে সক্রিয় মানুষদেরকে আন্দোলিত করেছিল তা হল, আমাদেরকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের কথা ভাবতে হবে। শুধু অপরাধ ও শাস্তির কথা ভাবলে হবে না। আমরা কারগারকে শুধু অপরাধীদের শাস্তির জায়গা হিসেবে ভাবতে পারি না। আমাদের বৃহত্তর কাঠামোর ব্যাপারে ভাবতে হবে। যার মানে হল, প্রশ্ন করা : কারাগারে কেন এত অসম অনুপাতের কৃষ্ণাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ? সুতরাং আমাদের বর্ণবাদ নিয়ে কথা বলতে হবে। কারাগার উচ্ছেদের প্রচেষ্টা মানে বর্ণবাদ উচ্ছেদ। কেন নিরক্ষরতার পরিমাণ এত বেশি? কেন কারাগারে এত বন্দি নিরক্ষর? কাজেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতে হবে। কেন দেশের তিনটি বৃহত্তম মনোরোগসংক্রান্ত স্থাপনা নিউ ইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলসের জেলে : রিকারস দ্বীপ, কুক কান্ট্রি জেল এবং এলএ জেল? কাজেই আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে হবে, এবং বিশেষত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে। কীভাবে গৃহহীনতা দূর করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের উপায় বের করতে হবে।

> সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বর্ণবাদ এত শক্তভাবে প্রোথিত যে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেই কারণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বর্ণবাদ বিরোধিতায় সীমিত না থেকে বর্ণবাদের মূল জায়গাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেই কারণে শুধু বর্ণবাদে অভিযুক্ত একজন ব্যক্তির বিচারের দাবিতে সীমিত থাকা চলবে না।

সুতরাং আপনি এত সংকীর্ণ কাঠামোর ভিত্তিতে ভাবতে পারবেন না। জেল এবং কারাগারগুলোর প্রবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা অব্যাহত থাকতে এই সংকীর্ণতার একটি ভূমিকা রয়েছে। কারণ আমাদের সকলেরই ধারণা হচ্ছে, কোনভাবে আপনি যদি অপরাধ করেন তাহলে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। সেই জন্য অপরাধ ও শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ব্যাপারে কারাগার-শিল্প কমপেক্সের ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বুদ্ধিজীবী/আন্দোলনকারী হিসেবে মাইক ডেভিসই প্রথম 'কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্স' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রমবর্ধমান কারাগার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে। ক্রিটিক্যাল রেসিস্ট্যান্স নামক দলের প্রবক্তারা মনে করেছিলেন, এর ব্যবহারের মাধ্যমে খারাপ মানুষ হলেই তাকে শাস্তি দিতে হবে সেই প্রচলিত ধারণা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়া যাবে। এবং তাদের মধ্যে কারাগারের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম

১৩। এটি অর্থসম্পদ তৈরির একটি বড় ব্যবসা।

এটি সম্পূর্ণভাবে অর্থ বানানোর একটি ব্যবসা।

১৪। তাদের জন্য 'বন্দি' খুব প্রয়োজনীয়, তাই না?

অবশ্যই। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান হারে কারাগার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় সেটাই নিশ্চিত হচ্ছে। তবে শুধু বেসরকারি কারাগার নয়, সরকারি কারাগার সেবাকে সব ধরনের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে আউটসোর্সিং করা হয়। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কারাগারে বেশিসংখ্যক বন্দি চায়। তারা আরও বেশিসংখ্যক শরীর চায়। তারা আরও বেশি মুনাফা চায়। লক্ষ করবেন যে রাজনীতিবিদরা সব সময় কীভাবে উল্লেখ করে যে অপরাধের হার বেশি কিংবা কম যাই হোক না কেন, আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ উক্তি সব সময় ভোটার জনগণকে সংহত করবে।

১৫। এই বিষয়টি আপনাকে আইন নিয়েও ভাবাবে। মনে পড়ছে, অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের সাথে কথা বলে আমি মধ্য অস্ট্রেলিয়ার একটি আইন সম্পর্কে জেনেছিলাম। আইনটি হল 'তিনটি অপরাধ, তাহলে তুমি বহিষ্কার'। অপরাধ তিনটি হতে পারে এরকম : একদিন এক টুকরা রুটি চুরি করলে একটি অপরাধ, তারপর একটি কলম চুরি করলে তাহলে দ্বিতীয় অপরাধ, তারপর আরেকটি কলম চুরি করলে তৃতীয় অপরাধ। কিছু আদিবাসী আসলেই এই ধরনের অপরাধের জন্য কারগারে বন্দি ছিল। প্রথমে আপনার মনে হবে যে এটি একটি উন্মাদনা, কিন্তু পরক্ষণেই আপনি অনুধাবন করবেন যে মানুষ আসলে খুবই সামান্য সব অপরাধে জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে।

হ্যাঁ, আমার মনে হয় একথা বলা যেতে পারে যে বড় বড় সামাজিক সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করে এমন সব মানুষকে গুদামজাত করার জায়গা হিসেবে কাজ করছে কারাগার নামক প্রতিষ্ঠানটি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে অসমানুপাতিক হারে কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিদের দেখা যায়, ঠিক তেমনি অস্ট্রেলিয়ার কারাগারে অসমানুপাতিক হারে আদিবাসীদের দেখা যায়। ইউরোপে অভিবাসন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে চলার উপায় হিসেবে মানুষকে জেলে ভরে দেয়া হয়। বিশ্বময় সব ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অভিবাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলো মানুষের জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আপনি বলতে পারেন যে কারাগার এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অযোগ্যতা এবং এ যুগের সবচাইতে জরুরি সামাজিক সমস্যাগুলোকে অস্বীকারের ঘটনা ধরা পড়ে।

১৬। আমি আবারও কারাগার উচ্ছেদ আন্দোলনের ব্যাপারে ভাবছি, যার উদ্দেশ্য হল একটি উত্তম সমাজ। এই আন্দোলন শুধুমাত্র কারাগার উচ্ছেদ নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু অর্থ বহন করে।

কারাগার উচ্ছেদের এই আন্দোলন ড. E B Du Bois-এর ধারণারও উত্তরাধিকার বহন করে, যিনি দাসপ্রথার উচ্ছেদ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, দাসত্ব প্রথার অবসানের সাথে সাথেই প্রাতিষ্ঠানিক দাসত্ব থেকে সৃষ্ট অসংখ্য সমস্যার সমাধান ঘটবে না। শৃঙ্খলগুলো অপসারণের সাথে সাথে এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যাতে পূর্বে দাসত্বে থাকা মানুষগুলো একটি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রবেশের সুযোগ-সুবিধা পায়। নতুবা দাসত্ব নির্মূল হবে না। এক অর্থে আমরা বলছি, কারাবিলোপপন্থী আন্দোলন যেন উনিশ শতকের দাসপ্রথা বিরোধী সংগ্রামকে অনুসরণ করে; কারাবিলোপপন্থী-গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামটি এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা জাগায়, যার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা যায়।

১৭। কারাগারে বন্দিদের ব্যাপারে কী বলবেন? প্রতিনিধিত্ব এবং সংগ্রাম, বন্দি ও তাদের নিজেদের সংগ্রামের ব্যাপারে কিছু বলবেন?

যাদের ন্যায়বিচারের জন্য আপনি সংগ্রাম করছেন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদেরকে সমমর্যাদা দিতে হবে। নইলে আপনার সংগ্রামের লক্ষ্য সব সময় পরাজিত হবে। এই বিষয়টি সকল সংস্কারের মূলেই একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। যদি আপনি কারাবন্দিদেরকে কেবল অনুকম্পা পাওয়ার যোগ্য মনে করেন, তাহলে আপনার কারগারবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বন্দিদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে আপনি তাদেরকে নিকৃষ্টতর মানুষ হিসেবে দেখছেন।

কারাবিলোপপন্থী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে বন্দিদের অংশগ্রহণ ছাড়া প্রচারকার্য অসম্ভব। এটাই বাস্তব তথ্য। অনেক বন্দি কারাগার-শিল্প কমপ্লেক্স অপসারণের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে অবদান রেখেছেন। বন্দিদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা পাওয়া কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাদের বিনা অংশগ্রহণে এবং তাদের অসম মর্যাদায় রেখে আমরা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যাপারে আপনাকে আরও অগ্রসর চিন্তা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু উদাহরণ দিতে পারি। অর্থের বিনিময়ে টেলিফোন কল (কালেক্ট কল) গ্রহণ করতে পারে। কাজেই আপনি কীভাবে বন্দিদের অংশগ্রহণ ঘটাতে পারেন? টেলিফোনের সাথে অ্যামপিফিকেশন অ্যাপারাটাস বা শব্দবর্ধক যন্ত্রপাতি যুক্ত করা এবং মানুষকে তার সাথে সংযুক্ত করা আজ আর এমন কোন কঠিন বিষয় নয়। আমি মুমিয়া আবু-জামালকে নিয়ে একটি কর্মসূচি পালন করেছিলাম। স্টেজে আমার সাথে একটি টেলিফোন ছিল। মুমিয়া সেই ফোনে সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত পুরো দর্শকের সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইসব পদ্ধতির ব্যাপারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

> পুলিশ খনি শ্রমিকদেরকে আক্রমণ করছে, নির্যাতন করছে এবং হত্যা করছে। সেখানে খনির মালিকরা কৃষ্ণাঙ্গ, পুলিশ বাহিনী কৃষ্ণাঙ্গ, পুলিশ বাহিনীর প্রাদেশিক প্রধান একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী। পুলিশ বাহিনীর জাতীয় প্রধানও একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী।

অস্ট্রেলিয়ায় ডেবি কিলরয় পরিচালিত সিস্টার্স ইনসাইড নামে একটি নারী কারাগার প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কাজ করি। খুব শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছি। যখনই অস্ট্রেলিয়ায় যাই, তখন আমি সব সময় কারগারে যাই। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে বন্দি রয়েছে। কারাগার ও সেখানকার বন্দিদেরকে ভুলে যাওয়া কিংবা তাদের নিয়ে বিমূর্ত চিন্তা করা খুব সোজা। কিন্তু সমমর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলে এই যোগসূত্রগুলো তৈরি করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। কীভাবে কারাগারে বন্দিদের সাথে সংযুক্ত থাকা যেতে পারে। কীভাবে তাদের কথা সবার কাছে পৌঁছানো যাবে।

১৮। আমরা অলস বসে থাকতে পারি না। কীভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি? কীভাবে আমরা নারীমুক্তির লড়াইয়ে পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি? কীভাবে আমরা শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং অশ্বেতাঙ্গ মানুষের মুক্তির পক্ষে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? এগুলো সব একই সূত্রে গাঁথা, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রাম হিসেবে ভাবতে প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করতে হলে আমাদের সংকীর্ণ পরিচয়বাদী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে হবে। নারীবাদী সংগ্রামে পুরুষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি প্রায়শই নারীবাদ সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করি, যা শরীর সম্পর্কীয় এবং লিঙ্গভিত্তিক শরীর বিষয়ক নয়। বরং আমি নারীবাদকে একটি পন্থা হিসেবে, ধারণা করার উপায় হিসেবে, একটি পদ্ধতি হিসেবে এবং সংগ্রাম কৌশলের পথনির্দেশক হিসেবে উপস্থাপন করতে পছন্দ করি। তাই নারীবাদ নির্দিষ্ট কারোর জন্য প্রযোজ্য নয়। নারীবাদ একটি ঐকিক বিষয় নয়। তাই ক্রমবর্ধমান হারে অনেক পুরুষ উইমেন'স স্টাডিজের সাথে নিজেদের সম্পর্কিত করছে। অধ্যাপক হিসেবে একটি ভাল ব্যাপার লক্ষ করছি যে ক্রমবর্ধমান হারে নারীবাদ শিক্ষায় পুরুষরা ডিগ্রি নিচ্ছে।

বিশেষ করে কারাবিলোপ আন্দোলনে আমি দেখতে পাই যে সংগ্রামী তরুণ পুরুষরা নারীবাদের ব্যাপারে বেশ সমৃদ্ধ ভূমিকা পালন করছে। পুরুষের এরকম ভূমিকা তৈরির ব্যাপারটি কীভাবে নিশ্চিত করা যায়? তাহলে সেই উপলক্ষে কাজ করতে হবে। পুরুষ, নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গকে সেই কাজ করতে হবে। আমি মনে করি না যে কেবল নারীকেই পুরুষদের আমন্ত্রণ করে যেতে হবে। প্রগতিশীল পুরুষকে সেই সচেতনতায় উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা অন্য পুরুষকে এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করতে দায়িত্ব বোধ করে। পুরুষের পক্ষে অন্য পুরুষদের সাথে ভিন্নভাবে কথা বলা সম্ভব। সংগ্রামের মডেলটি জানার জন্য অন্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো গুরুত্বপূর্ণ। একজন পুরুষের জন্য নারীবাদী মডেল হওয়ার অর্থ কী? আমি ক্যাম্পাসগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করেছি। ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ইলিনয়েসে ব্যাক হিস্ট্রি মাস উদযাপনে আমি বক্তব্য রাখছিলাম। সেই সময় অল্টারনেটিভ ম্যাসকুলিনিটিস (Alternative Masculinities) নামে দলের কিছু তরুণ পুরুষ সদস্যের সাথে আমি পরিচিত হই। আমি তাদের কাজ দেখে পুরোপুরি অভিভূত হয়েছিলাম। তারা নারী কেন্দ্রের সাথে কাজ করে। রেপ ক্রাইসিস কল বা ধর্ষণ বিষয়ক জরুরি সেবায় কীভাবে কাজ করতে হয় তারা সেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তারা সত্যিকার অর্থেই সেইসব আন্দোলনে জড়িত ছিল, যেগুলো শুধুমাত্র নারীরা করে বলে মনে করা হয়। বহু বছর আগে, ১৯৭০-এর দশকে পুরুষদের কিছু সংগঠনের কথা মনে পড়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে মেন এগেইনস্ট রেপ, ব্ল্যাক মেন এগেইনস্ট রেপ, এগেইন্সট ডমিস্টিক ভায়োলেন্স ইত্যাদি। আরও মনে পড়ে, সে সময় আমি ভাবছিলাম যে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, ক্রমশ পুরুষ সর্বত্র এরকম আন্দোলনের দায়িত্ব নেবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। তাই অল্টারনেটিভ ম্যাসকুলিনিটিস দলটি আমাকে মনে করিয়ে দিল যে এতগুলো দশক পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের এই আন্দোলনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা উচিত। কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার ঘটাতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ঘটবে না। এই লক্ষ্যে প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের সচেতন হস্তক্ষেপ।

১৯। মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে আসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে কি প্রকৃত অর্থে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ, সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হওয়ার সম্ভাবনার কিছু নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ নিউ ইয়র্কের কথা বলা যায়। অবশ্যই কোন কোন সময়ে আমাদের মনে হয়েছে যে কিছু প্রদেশে আমরা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রথা বাতিলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি, কিন্তু তারপর সেটি ঘটেনি। যদিওবা বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের সেই তথ্য নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থেকে গিয়েছে। ২০১১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মাসে ট্রয় ডেভিসকে হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন হয়েছিল। মানুষ নিশ্চিত ছিল যে জর্জিয়া রাজ্য এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে না। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল। আমি জানি না, গণ-আন্দোলন ছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রথা আমরা আদৌ বাতিল করতে পারব কি না। এভাবে রাজ্য পর্যায়ে আন্দোলন করে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করতে অনেক সময় লাগবে।

উল্লেখ্য, প্রায়শ একটি সমন্বিত শর্তযুক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। একটি সুনির্দিষ্ট সমন্বয় একটি সফলতার সুযোগ তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১১ সালে অকুপাই মুভমেন্ট সত্যিকারের উত্তেজনা তৈরি করেছিল। আমাদের যদি পূর্বপ্রস্তুতি থাকত, তাহলে আমরা সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করতে পারতাম। আমরা নিশ্চিতভাবে সেই সুযোগ ব্যবহার করে সংগঠিত হতে পারতাম। তার ফলে পার্টি বা দল গঠিত হোক না হোক, আজ আমরা অনেক শক্তিশালী পুজিবাদবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকতে পারতাম। আমার মতে, সেই মুহূর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ সেই সময়টিতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল, যা ইতোপূর্বে এরকম জনপ্রিয়তা পায়নি। এখন আমরা '৯৯%' ও '১%' প্রসঙ্গে কথা বলি, যা আমাদের শব্দতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২০। ...আলোচ্য বাস্তবতা বদলাতে...

হ্যাঁ। অনেক সময় দিগন্তে সফলতার ক্ষীণ আভাস দেখা না গেলেও আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২১। প্রতিনিয়ত ভিত্তিগঠনমূলক কাজ করে যেতে হবে...

কারাগার বিলোপের আন্দোলনের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড বিলোপের দাবিও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। মৃত্যুদণ্ড প্রতিরোধের আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। মুমিয়ার ক্ষেত্রে এটা ক্ষুদ্র পরিধিতে কাজ করেছিল–তার মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়েছিল। কিন্তু আমাদের উচিত ছিল সেটাকে সূচনা-সাফল্য হিসেবে নিয়ে পরবর্তীতে মুমিয়ার পূর্ণ মুক্তি অর্জন, মৃত্যুদণ্ড প্রথা এবং একই সাথে কারাগার প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করতে সক্ষম হওয়া। মৃত্যুদণ্ড প্রথা একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা। জনসাধারণকে বুঝাতে হবে বর্ণবাদিতা, এবং অনেক প্রতিষ্ঠান কীভাবে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন দেয়। মৃত্যুদণ্ড হল কাঠামোগত বর্ণবাদের ফল, যা দাসপ্রথার ঐতিহাসিক স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত। আমরা বুঝতে পারি না কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার ভূমিকা বিশ্লেষণ না করে এইভাবে মৃত্যুদণ্ডের কার্যকারিতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কাজেই প্রকৃত অর্থেই আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। তাই আমি মনে করি, আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ডের চূড়ান্ত অবসানের জন্য বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

অনুবাদকের টীকা

১) ২০১৪ সালের ৯ আগস্ট তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস কাউন্টির ফার্গুসন শহরে ড্যারেন উইলসন নামের এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার কর্তৃক ১৮ বছর বয়সী আফ্রিকান-আমেরিকান মাইকেল ব্রাউন জুনিয়রকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ফার্গুসনসহ সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের বর্ণবাদী আচরণ ও বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

২) ২০১২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডার স্যানফোর্ডে জর্জ যিমারম্যান নামে একজন পুলিশ ট্র্যাভিয়ন মার্টিন নামে ১৭ বছর বয়সী আফ্রিকান-আমেরিকান একজন হাইস্কুলের ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে।

৩) ১৯৬৬ সালে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্যোগে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধাপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক গণ-আদালত।

৪) খ্রিস্টধর্মের একটি নির্দিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী দল।

৫) ১৯৭১ সালে নিউ ইয়র্কের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাসম্পন্ন আটিকা জেলখানায় জীবনযাপনের মান উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে বিদ্রোহ হয়। কারাবন্দিদের অধিকার আন্দোলনে আটিকা বিদ্রোহ অন্যতম পরিচিতি ও গুরুত্ব লাভ করেছে।